হরিণাকুণ্ডুতে দুবলোকুড়ির বিলে ফুলের হাসী

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামের দুবলোকুড়ির বিলে ফুল চাষ করে সাফল্য পেয়েছেন চাষি শিশির। বাহারি রং আর সুগন্ধে ভরপুর ফুলের বাগান। ৪৬ শতক জমিতে রজনিগন্ধা, গোলাপ ফুল,গাঁদাফুল, চন্দ্রমল্লিকা ফুল,চাইনা গোলাপফুলের সুবাশ প্রতিনিয়তই ছড়াচ্ছে।

রজনিগন্ধা, গোলাপ ফুল,গাঁদাফুল, চন্দ্রমল্লিকা ফুল,চাইনা গোলাপের চাষ করে গতো বছরে ৯০ হাজার টাকার ফুল বিক্রি করেছেন তিনি। তবে বাজার যদি স্বাভাবিক থাকে তাহলে অনায়াসে ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকা আয় করা সম্বব বলে আশা করেন এই চাষি।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৪ নং দৌলৎপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর (কাদিখালী) গ্রামের এই চাষি শিশির আহম্মেদ জানান,গতো ২০১৮ সালে দুবলোকুড়ির বিলের ধারে ৪৬ শতক জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে ফুল চাষ করে ছিলেন তিনি। প্রাথমিকভাবে লক্ষাধিক টাকা খরচ হলেও প্রথম বছরেই ৯০ হাজার টাকার ফুল বিক্রি করেছিলাম। শুরুতেই মহামারী মরণব্যধী করোনা ভাইরাসে প্রায় এক লক্ষ টাকার লোকসান গুনতে হয়। তারপরও থেমে থাকেনি তরুণ এই উদভাবনীর স্বপ্ন। ফুল চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা দেখেই ধানের আবাদ বাদ দেন। চলতি মৌসুমে আরও কিছু জমিতে এই চাষ বাড়ানো হবে। সরকারি সহায়তা পেলে আগামিতে এই ফুল চাষ বৃহত্তর পরিসরে করতে চাই। আমি এই ফুল অত্র অঞ্চলের চাহিদা মিটিয়ে জেলা শহর সহ অন্যান্য অঞ্চলেও বানিজ্যিক ভাবে পাঠিয়ে থাকি। খুলনা অঞ্চলের রাজারহাট কোয়াদা থেকে চারা এনে ফুল লাগানোর প্রথম বছরেই আমি ফুল বিক্রি করতে পেরেছিলাম।

ফুল চাষি শিশির আরও জানান, বেলে দোআঁশ মাটিতে অল্প পরিচর্যা আর খরচে ফুলের চাষ হচ্ছে। শুকনা মৌসুম হচ্ছে ফুল চাষের একটি ফুল মৌসুম। আমাদের অঞ্চলের মাটি ভালো হওয়ায় তেমন কোনও ক্ষতি হয় না। বর্তমানে প্রতিটি গোলাপ সাধারণত ১০ টাকা,প্রতি একশ গাঁদা ফুল ৬০ থেকে ৭০ টাকা, প্রতিটি রজনিগন্ধা ৯ থেকে ১০ টাকায় বিক্রি করছেন।

জানাগেছে তরুণ এই স্বপ্ন বিলাসী ২০১০ সালে ঝিনাইদহ জেলার

শিশুকুঞ্জ স্কুল এণ্ড কলেজ থেকে এস,এস,সি পাশ করেন। পরবর্তীতে ২০১২ সনে এইচ এস সি, তারপর দেশের দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ঐতিহ্যবাহী লালন শাহ কলেজ থেকে অনার্স রাষ্ট্র বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা জীবন শুরু করলেও খুব বেশীদিন টিকতে পারেন নি। সাংসারিক রোষানল পেছন থেকে টেনে ধরে আটকে গেলো বৈবাহিক জীবনে। আর হলো না শিক্ষা। তাই বলে কি থেমে যাবে স্বপ্ন? না থেমে থেকে নি এই তরুণের চোখ জুড়ানো স্বপ্ন। এখন সে স্বপ্ন দেখে আগামীদিনের পর্যাটন এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

হরিণাকুণ্ডু সরকারি লালন শাহ কলেজের এক রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অনার্স পড়ুয়া ছাত্র রুবেল মিয়া জানান, ঐ এলাকাতে এক বিঘা জমিতে এই ফুল চাষ করা হয়েছে। আমি এর পাশাপাশি দুবলোকুড়ির বিলে ধারে ফুলচাষের নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। এখন এই দুবলোকুড়ির বিলে ধারের উৎপাদিত ফুল দিয়ে অনেকটা চাহিদা পুরণ করা সম্বব হচ্ছে।

এদিকে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাফিজ হাসান জানান, হরিণাকুণ্ডুতে ফুল চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা আছে।আমাদের মাটি ও জলবায়ু্ও ফুল চাষের জন্য উপযোগী। দুবলোকুড়ির বিলের ধারে ফুল চাষ হচ্চে শুনেছি। হরিণাকুণ্ডু কৃষি অফিস থেকে এখনো তেমন কোন সহযোগীতা দেয়া হই নাই। গান্না ফুল চাষী সমিতির সাথে দুই দিন কথা বলেছি, তারা বলেছে হরিণাকুণ্ডু থেকে কোন কৃষক ফুল চাষে এগিয়ে আসলে বাজারজাত করার বিষয়ে তারা সর্বাত্মক সহযোগীতা করবেন। সেই সাথে হরিণাকুণ্ডু কৃষি অফিস কৃষকের মার্কেট লিংকেজ তৈরী করা সহ বিশেষ করে চাষের সময় যে কোন রকমের সহযোগীতা করতে কৃষকের পাশে থাকবে। তিনি আরো বলেন, এই মহূর্তে আমাদের কোন প্রকল্প নেই ফুল চাষের বিষয়ে ।

তবে বেশ কিছু কৃষক আগ্রহী থাকলে ভবিষ্যতে আমরা প্রস্তাব পাঠাবো, যেন হরিণুাকণ্ডুতেও ফুল চাষে সরকারী যে সকল সহযোগীতা করা হয়, সেগুলো যেন এখানের পাওয়া যায় সেবিষয়ে আমরা রিপোর্ট পাঠাবো এবং আশা করি কৃষক আগ্রহী থাকলে আগামী বছর আমরা সরকারী কোন সহযোগীতা পেতে পারি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম বলেন, উপজেলার সারুটিয়া গ্রামের স্বপন নামে একজন কে কুপিয়ে আহত করে প্রতিপক্ষরা পরে ফরিদপুর মেডিকেলে তার মৃত্যু হয়। নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার জেরে হত্যাকান্ড বলে পুলিশের ধারনা।

মেহেরপুর নতুন ৮ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে এন্টিজেন টেস্টে নতুন ৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এনিয়ে জেলায় ২৫ করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১৫, মুজিবনগরে ৬ এবং গাংনীতে ৪ জন রয়েছেন।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে এ তথ্য জানা গেছে, আজ শনিবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ১৬ জন এন্টিজেন টেস্টের নমুনা দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ৮ জন পজিটিভ হয়েছে। । নতুন ৮ জন আক্রান্তের মধ্যে ৪ জন সদরের, ২ জন মুজিবনগরের এবং ২ জন গাংনীর ।

ভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর শহরের কোর্টপাড়ার তৌকির আহমেদ (১৮),মিয়া পাড়ার শহিদুল (৫৫), সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের শান্তনা খাতুন (২৫, হিজুলী গ্রামের ইমরান আহমেদ (৩০), মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের রিফাত হক (২৫), একই গ্রামের মমতাজ বেগম (৫২), গাংনী পৌর এলাকার শিশিরপাড়ার মিজানুর রহমান (৩৭), হোগলবাড়িয়া গ্রামের তানিয়া খাতুন (২১)।

গাংনীতে বঙ্গবন্ধু ভলিবল

টুর্ণামেন্ট

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রজহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ভলিবল টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার দুপুর ১২ টায় গাংনী ফুটবল মাঠে এ খেলার উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন ও মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে ‘মাদক ছেড়ে খেলতে চল খেলায় বাড়ায় মনোবল’ এই শ্লোগানের মধ্যে দিয়ে এ টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপি টুর্ণামেন্টে ১২টি দল অংশ নেয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুল। প্রধান অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সংসদ সদস্য মোহামামদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

এসময় গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি মাষ্টার,নজরুল ইসলাম,কাথুলী ইউপি আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক মোজাম্মেল হক,সাবেক যুবলীগ নেতা আব্দুস সালাম,আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু,গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু,পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ডালিম রানা।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গাংনী পৌর যুবলীগের দপ্তর সম্পাদক জুবায়ের হোসেন উজ্জল। রেফারির দায়িত্বে ছিলে আবু সায়েম পল্টু।

গাংনীর বামন্দীতে ১২ কেজি

গাঁজাসহ তিন মাদক কারবারী আটক

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১২ কেজি গাঁজাসহ তিন মাদক কারবারীকে আটক করেছে।
আজ শনিবার (২২ জানুয়ারী) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার বামুন্দি পুলিশ ক্যাম্পের উত্তর পাশে জনৈক আশরাফুল এর বাড়ির সামনে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ তিন মাদক কারবারীকে আটক করেন।
আটকরা হলো, গাংনী উপজেলার খাঁসমহল পশ্চিমপাড়া এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে বানারুল ইসলাম(২৫), খাঁপাড়া এলাকার হিমা খাঁ’র ছেলে করিম খাঁ (৪০) ও কাথুলি গ্রামের বাজারপাড়া এলাকার জলিল উদ্দীনের ছেলে ফারুক হোসেন (২৬)।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই নিঃ) শরীফ হাবিব সঙ্গীয়ফোর্সসহ অভিযান পরিচালনা করেন। আসামীদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

কাথুলী ইউনিয়নে অতিদরিদ্রদের কর্মসৃজন প্রকল্পের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নে অতিদরিদ্রদের কর্মসৃজন প্রকল্পের কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ শনিবার সকালে প্রকল্প কাজের শুভ উদ্বোধন করেন কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর আবু হানিফ, কাথুলী ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি রেজাউর রহমান, জিনারুল ইসলাম।

বাংলাদেশ পুলিশ পদক পাচ্ছেন চুয়াডাঙ্গা’র পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম

বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম-সেবা) বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যদেরকে প্রতিবছর অসীম বিরত্ব ও সাহসীকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসাবে প্রদান করা হয়। প্রতিবছর পুলিশ সপ্তাহের বার্ষিক পুলিশ প্যারেডে প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এই পদক পরিয়ে দেন। যারা এই পদকে ভূষিত হন তাদের নামের শেষে বিপিএম উপাধি যুক্ত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম এ বছর পুলিশ সপ্তাহে গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃঙখলা মূলক আচারণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য বাংলাদেশ পুলিশের সর্বোচ্চ পদক বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম-সেবা) পদকে ভূষিত হচ্ছেন।

আগামী ২৩. জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে (ভার্চুয়ালি) এ পদক প্রদান করবেন। পুলিশ সপ্তাহে মোট চারটি ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার দেয়া হয়- বিপিএম সাহসিকতা, বিপিএম সেবা, পিপিএম সাহসিকতা, পিপিএম সেবা। এ বছর পুলিশ সপ্তাহে ২০২০ সালে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ ১৫জন বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম), ২৫জনকে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক (পিপিএম) পদক এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃঙখলা মূলক আচারণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য ২৫জনকে বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম-সেবা) এবং ৫০জনকে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক (পিপিএম)-সেবা প্রদান করা হয়।

আলমডাঙ্গার রেলস্টেশনের টিকিট সিন্ডিকেট বেপরোয়া

আলমডাঙ্গার রেলওয়ে স্টেশনে টিকিট কালোবাজারিদের কাছে জিম্মি সাধারণ মানুষ। ঢাকা কিংবা খুলনায় যেতে হলে পড়তে হচ্ছে ভোগান্তিতে। অধিক টাকা দিলে স্টেশনের কাউন্টারের টিকিট মিলছে স্টেশনের নিচে চা, ছেলুন ও হোটেলে। এছাড়াও জাল টিকিট ক্রয় করে অনেকে জরিমানার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার রেল স্টেশনে টিকিট সিন্ডিকেট বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আগে থেকেই স্টেশনের কাউন্টার থেকে নামে-বেনামে টিকিট কেটে যাত্রীদের কাছে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করে আসছে। দীর্ঘদিন ধরে এমন কর্মকান্ড চলে আসলেও বিষয়টি দেখার কেউ নেই। টিকিট সিন্ডিকেটের কারণে প্রতি নিয়ত যাত্রীদের গুনতে হয় অতিরিক্ত টাকা।

গত বৃহস্পতিবার কামালপুরের ডাবলু রহমানের ছেলে হাসান রাতের সন্দরবন ট্রেনে ঢাকায় যাবার জন্য স্টেশনে টিকিট কিনতে যায়। স্টেশনের কাউন্টারে টিকিট না পেয়ে সে নীচে চায়ের দোকানদার ইদবার আলীর কাছ থেকে ৩শ’ ৭৫ টাকার টিকিট ৮শ’ টাকা দিয়ে ক্রয় করে।

রাতে ঢাকার উদ্দেশ্যে ট্রেন ছেড়ে যায়। ট্রেন উল্লাপাড়া স্টেশনে পৌছালে ট্রেনের চেকার টিকিট চেক করতে এসে হাসানের কাছে থাকা জাল টিকিট শনাক্ত করেন। পরে জরিমানাসহ খুলনা থেকে টিকিটের মূল্য পরিশোধ করে হাসান। ফিরে এসে বিষয়টি এলাকার যুবকদের জানালে তারা চা দোকানি টিকিট সিন্ডিকেটের সদস্য ইদবারকে ধরে। পরে স্টেশনে এক সালিশ বৈঠকের মাধ্যমে জরিমানাসহ টিকিটের টাকা ফেরত দিয়ে বিষয়টি মিটমাট করা হয়।

উল্লেখ্য, প্রায় ৩-৪মাস আগেই একই ভাবে জাল টিকিট বিক্রি করে ইদবার আলী এমন কান্ড ঘটিয়েছিল। ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন স্টেশন এলাকার ইদবার আলী, বিপুল, খাইরুল, ফ্লাক্সিলোড ব্যবসায়ী শাহিনসহ অনেকেই টিকিট সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত।

তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন উপজেলাবাসী।

[redacted]

[redacted]

গাংনীর কাষ্টদহে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘরে উঠতে পারেনি ভূমিহীন তিন নারী

প্রভাবশালীদের মামলা জটিলতায় গাংনীর কাষ্টদহ গ্রামের ভূমিহীন তিন নারীর নামে বরাদ্দ দেয়া প্রধানমন্ত্রীর উপহারের তিনটি ঘর নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ হলেও ঘরে উঠতে পারেনি ওই তিন নারী।

উপজেলার কাষ্টদহ গ্রামের ইসরাফ আলীর মেয়ে জরিনা ও আঙ্গুরা এবং একই গ্রামের পন্ডিত দাসের স্ত্রী লক্ষি দাসের নামে খাস জমিসহ তিনটি ঘর বরাদ্দের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

স্থানীয় প্রভাবশালীদের মামলার জটে পড়ে ঘর তিনটির সিংহভাগ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবার পর আর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি উপজেলা প্রশাসন। তবে প্রশাসন বলছে, শীঘ্রই মামলাটি নিষ্পত্তি করে শতভাগ নির্মাণ কাজ করে সংশ্লিষ্ট পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

ষোলটাকা গ্রামের হবিবর রহমানের ছেলে আতিয়ার রহমান, মোখলেছুর রহমান ও আনিছুর রহমান এবং মতিয়ার রহমানের ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান ও রিফাত আলী বাদী হয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে প্রধান বিবাদী করে চার জনের নামে মোকাম গাংনী সহকারী জজ আদালত বরাবর একটি মামলা দায়ের করেন যার নং- দেং ৫৭/২০২১। মামলার আর্জিতে জমিটি খাস নয় এবং কাস্টদহ মৌজার সিএস ১৮৯ দাগের অর্ন্তভুক্ত।

ঘর নির্মাণ কাজ শুরুর সময় তারা কোন আপত্তি না জানালেও নির্মাণ কাজের শেষ সময়ে ওই জমিটির উপর মামলা দেন। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশেই ওই জমির উপরে নির্মান কাজ স্থগিত করেছেন উপজেলা প্রশাসন।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, আদালতের নিষেধাজ্ঞা ও মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় ওই জমিতে নির্মানাধিন ঘরের বাকি কাজ সমাপ্ত করণ ছাড়াও মাটি ভরাট করা সম্ভব হচ্ছে না। শীঘ্র মামলাটি নিষ্পত্তি করণ শেষে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে